The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

The Contribution of the Roychowdhury Zamindar Family of South 24 Parganas to Education and Culture: A Survey-based Study

Rakhi Chakraborty
Former Student, Dept. of History, Calcutta University, West Bengal

DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400018*

Abstract

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে জমিদার বাড়িগুলির অতীত মিশ্রিত কাহিনী স্বমহিমায় বিরাজমান। ২৪ পরগণা নামটি এসেছে কলকাতা জমিদারির অন্তর্গত পরগণা বা বিভাগ থেকে, যা ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করেছিল। এই জেলার অনেক জমিদার পরিবার আছে যারা সৃজনশীল কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এর মধ্যে বারুইপুর রায়চৌধুরী জমিদার বাড়ি উল্লেখযোগ্য। শ্রী চৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের পাদস্পর্শে ধন্য এই বারুইপুর অঞ্চল। এখানকার বিখ্যাত রায়চৌধুরী জমিদারগণ তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত হয়ে আছেন। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির সাথে সংযুক্ত রথ ও রাসের মেলা, নাট্যপ্রতিভায় গণনাট্য সংঘ এর ভূমিকা, বিদ্যালয় স্থাপন, ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপূজা প্রভৃতি এক উজ্জল প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। জমিদারির এই সময়টা কেবল একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে নয়, বরং মানব জাতির সংস্কৃতির আত্মসন্ধানের উৎস হিসেবে অনুধাবন হয়েছে। এই গবেষণায় প্রতিফলিত হয় আঞ্চলিক ইতিহাসকে নতুন আলোয় ব্যাখ্যা, যেখানে শিক্ষা, নাট্যচর্চা, স্থানীয় উৎসব একাত্ম হয়ে ওঠে।

Keywords: *দক্ষিণ ২৪ পরগণা, রায়চৌধুরী জমিদার বাড়ি, বারুইপুর, গণনাট্য সংঘ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি*

Introduction

ইতিহাসের মূল বিষয় হল মানব জাতি। মানব জাতির নিজস্ব কর্মপ্রয়াস জেলার সুষ্ঠ সংস্কৃতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী। সংস্কৃতির জাগরণ হল একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত রায়চৌধুরি জমিদারগণ তাদের জমিদারির বিষয় দেখাশোনার পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অগ্রণি ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের মনোভাব, প্রকৃতি ও শ্রদ্ধা কি ছিল তা এই গবেষণা পত্রে যথাসাধ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Objectives

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত বিকাশে রায়চৌধুরী জমিদার পরিবারের ভূমিকা অনুধাবনের জন্য গবেষণাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সমূহ পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে –

১। রায়চৌধুরী জমিদার পরিবারের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান বিশ্লেষণ করা।

৩। সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিক বিকাশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করা।

৪। বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এর প্রভাব কতটা তা নির্ণয় করা।

Methodology

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়চৌধুরী জমিদার পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অবদান বিশ্লেষণের জন্য প্রধানত গৌণ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় Historical Research Method এবং Qualitative Method অনুসরণ করা

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হয়েছে, যার মাধ্যমে অতীতের ঘটনা ও প্রভাব বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। গৌণ উৎস হিসাবে বিভিন্ন পুস্তক, আর্কাইভ, অনলাইন উৎস প্রভৃতির সাহায্যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

বারুইপুর নামটি প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহের রাজত্ব কালে বিপ্রুদাস পিপলাই এর 'মনসা বিজয়' কাব্যে-

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পুজিয়া
চুড়া ঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলা,।।"

এছাড়াও বারুইপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভগবত', কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য', কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল কাব্য', অযোধ্যারামের 'সত্যপীরের পাঁচালি' প্রভৃতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ ।

টোডরমলের 'আলসীতুসার' ও আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' তে বারুইপুর অঞ্চলের বর্তমান ভূখণ্ডটি সরকার সাতগাঁর অধীন ছিল এবং তার অন্তর্গত দুটি 'মহল' বা 'পরগণা' হল 'মেদনমল্ল' ও 'মাগুরা'।এই দুটি পরগণার অংশ নিয়েই এখনকার বারুইপুর। এই মেদনমল্ল পরগণার বিখ্যাত জমিদার বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মদন রায় (দত্ত)। সেই সময় নবাব এর কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পান মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী। প্রথমে দত্ত পরে রায় এবং পরবর্তিতে রায়চৌধুরী পদবী গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে নানা মত থাকলেও প্রায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে পঞ্চম উত্তরাধিকারি ও বিখ্যাত জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরী রাজপুর থেকে বারুইপুর এসে বর্তমান রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন।

বারুইপুরের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রাজেন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান প্রচুর। সম্ভবত ১৮৫৮ সালে বারুইপুরে হাই ক্লাস ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে মিশনারিদের চেষ্টায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। স্বভাবত এটাই পরগণার প্রাচীনতম বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি ছেলেদের জন্য একটি বাংলা ভাষা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি পাঠ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। রাজবল্লভ বারুইপুরে এসে পিতামহ দুর্গাচরণের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন। কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এনে বারুইপুর ও তার আশপাশের গ্রামে নিষ্কর, ব্রহ্মত্র, মহাত্রান প্রভৃতি শর্তে বসবাস করিয়ে সমাজ স্থাপন করলেন। রাজবল্লভ কেবল ব্রাহ্মণ বসিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, তিনি সংস্কৃত চর্চার জন্য টোল প্রতিষ্ঠা করলেন। জমিদারি থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিটি টোলের জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। বৃত্তির নাম ছিল 'চৌবাড়ি'। বারুইপুরের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন পাশ্ববর্তী অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার প্রায় অসম্ভব ছিল। অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র মেধাবিদের বৃত্তি প্রদান ,উচ্চ শিক্ষার প্রসারে জমিদান প্রভৃতি তাদের প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচয় ।ফলে এই অঞ্চল মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হওয়ার পটভূমি তৈরি করে।

অন্যদিকে বারুইপুর ছিল সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। শুধু বিনোদন নয় বিভিন্ন উৎসব সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে চলেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের পর থেকে নবজাগরণ ঘটেছিল বারুইপুরে। সেই সময় বারুইপুরে বৈষ্ণব ভাবধারা রায়চৌধুরী পরিবারে পরিলক্ষিত হয়। আদি গঙ্গার তীরে 'সদাব্রত ঘাটে' কথিত আছে সে ঘাটে একদিন বারুইপুরের জমিদার দুর্গাদাস রায়চৌধুরী এক লাখ বিঘা জমি দান করে 'সদাব্রত' উদযাপন করেছিলেন। রায়চৌধুরীদের কিছু দেবালয় স্থাপত্য বারুইপুরে দেখা যায়। যেগুলি উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে তৈরি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে রায়চৌধুরী ভিলার (১৮০৭ সালে) সামনে দিঘির পাড়ে প্রতিষ্ঠা লিপিহীন পূর্বমুখী, চতুর্দিকে রোয়াকযুক্ত একদরজা বিশিষ্ট একটি প্রথাগত আটচালা শিবালয়। এছাড়া রায়চৌধুরীদের পুরাতন বাজারের কাছে দোল মঞ্চটিতে স্থাপত্য শৈলীর ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

বারুইপুরের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলো আজ ও বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। জমিদার রাজেন্দ্র রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলের রাসমাঠে হিন্দুমেলা ১৮৬৯, ৭১, ৭২ সালে (হিন্দুমেলার সম্পাদক নব গোপাল মিত্র) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রায়চৌধুরীদের রাস ও রথের মেলা এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মেলা। জমিদার বাড়ির রাস উৎসবে পুতুল নাচ থেকে তরজা গান সবই থাকত। বারুইপুর জমিদার বাড়ির সাথে সংযুক্ত গাজন মেলা, যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল লাঠি খেলা।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জমিদার বাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গা পুজার সূচনা করেন রাজবল্লব রায়চৌধুরী। বহুদূর থেকে প্রচুর মানুষ আসতেন এই বাড়ির পুজায়। যা ক্রমে জন উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

বারুইপুর থিয়েটার চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এই থিয়েটার চর্চার সঙ্গে রায়চৌধুরি পরিবারের সদস্য সজল রায়চৌধুরী গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। নাট্যকার রূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ গণনাট্য কথা, গণনাট্য আন্দলনের একটা দলিল। বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন' এ তিনি অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী রেবা রায়চৌধুরী রঙ্গমঞ্চ ও চলচিত্রে দক্ষ ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। বারুইপুরের নাট্যচর্চায় গণনাট্য সংঘ (বারুইপুর শাখা) নতুন ধারায় প্রকাশ পেয়েছিল। রাসমেলা উপলক্ষ্যে পুরাতন বাজারে চৌধুরী বাড়িতে প্রতি বছর দ্বিতীয় রাসের দিন নাটক অভিনীত হত এছাড়া সারাবছর নাটক অভিনীত হত। যেখানে পরিবারের সদস্যরাও অভিনয় করত। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, সিরাজদৌলা, প্রভতি পৌরাণিক নাটক অভিনীত হত। যে গুলো সজল রায়চৌধুরী পরিচালনা করতেন এবং কখন ও বা যৌথ পরিচালনায় অভিনয় হত। গণনাট্য হল একমাত্র নাট্য দল যারা শহরের শিক্ষিত সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে বারুইপুরের নিম্ন সমাজের জীবনবোধকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। সাহিত্যচর্চায় এই জমিদারদেরও অবদান রয়েছে। বারুইপুর আদালতে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জমিদার বাড়িতে বসে 'দুর্গেশনন্দিনি' ও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কিয়দংশ লিখেছিলেন। শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, রায়চৌধুরী বাড়ির পারিবারিক ইতিহাস রচনা করেন। কথিত আছে কবি রামচন্দ্র মুখুটি রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর নির্দেশে হরপার্বতী মঙ্গল ও দুর্গামঙ্গল এই কাব্য দুটি রচনা করেন।

গঙ্গাবিধৌত নগরসভ্যতা ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বারুইপুরের একটি পৌরাণিক প্রতিষ্ঠান হল পৌরসভা। এই পৌরসভার জন্য জমিদান করেন রায়চৌধুরী পরিবার। ১৯৩৯ সালে শশীন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী পৌরপ্রধান থাকাকালীন পাকা একতলা গৃহ নির্মাণ করেন। শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী পৌরপ্রধান থাকার সময় প্রথম গ্রন্থাগারের জন্য ও খেলাধুলার প্রসারের জন্য জেলা ক্রিয়া সংঘ ভবন নির্মাণের জন্য পৌরসভা থেকে জমি লিজের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাদের এই কর্ম সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে নিঃসন্দেহে এক অনুকরণীয় অনুপ্রেরণা। কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্ম ইতিহাসের ধুলোয় বিলীন হলেও তাদের কৃতিত্ব চিরকালীন স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকে, যা আমাদের বোধ-সত্তার উত্তরণের পথরেখা প্রস্তুত করে তা অনুসন্ধানের প্রয়াস আমাদের প্রয়োজন।

Conclusion

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলের সংস্কৃতির বিবর্তনে স্থানীয় জমিদারদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা কেবল রাজস্ব সংগ্রাহকে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, উনিশ শতকের ধারায় বৌদ্ধিক ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও জমিদারি প্রথা সামগ্রিক ভাবে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশ, এর মধ্যে শোষণের উপাদান ও বিদ্যমান, তবুও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় উৎসবগুলোকে তাঁরা পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে জন উৎসবে রুপান্তরিত করেছিলেন। নাট্যচর্চা, সাহিত্য চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তারা স্থানীয় সংস্কৃতিকে বৌদ্ধিক বিকাশে সমৃদ্ধ করেছিল। বর্তমানে বারুইপুর অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য দেখা যায় তার ভিত্তি প্রস্তর এই জমিদার পরিবারগুলো স্থাপন করে গিয়েছিল। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এর সংরক্ষণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জমিদারির ইতিহাস এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রুপে চিহ্নিত হয়।

References

De, Barun, (1994). West Bengal district gazetteers, 24 Parganas, Government of West Bengal.
Malley L.S.S.O' (1914/1998). Bengal district gazetteers: 24 Parganas. Government of West Bengal.
চ্যাটাজী, ইরা এবং পুরকাইত, মনোরঞ্জন, (২০০৫). বারুইপুরের ইতিহাস ,বারুইপুর পৌরসভা, বারুইপুর
চট্টোপাধ্যায়, সাগর, (২০০৫). দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

All rights reserved. © 2026

চৌধুরী, কমল, (১৯৮৭). দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, মডেল পাবলিশিং হাউস, ক্যালকাটা।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী, (২০০২). দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

News 18 bangla, Reported by suman saha.

https;//en.wikipedia.org

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026